بسم الله الرحمن الرحيم

ইহুদিদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ কেবলই ইসলামের জন্য

ইরানী মদদপুষ্ট ফিলিস্তিনি দলগুলো উত্তর ফিলিস্তিনে ইহুদীদের উপর ইনগিমাসী হামলার সঙ্গে দাওলাতুল ইসলামের সম্পৃক্তহীনতা প্রমাণ করতে একথা ছাড়া আর কিছু পায়নি যে, শত্রুরা নাকি "হামলাটিকে জনসাধারণের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত অবৈধ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহের সাথে সম্পৃক্ত করতে চায়, এইভাবে শহীদদেরকে তারা জাতীয় স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত করতে চায়। সত্য হলো এই যে, শহীদরা সম্পূর্ণরূপে জাতীয়তাবাদী লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে হামলাটি পরিচালনা করেছিলেন।" এই হলো তাদের দাবি ।

আল্লাহ ﷻ তাদের অন্তরের প্রকৃত অবস্থাকেই তাদের মুখ দিয়ে প্রকাশ করে দিয়েছেন। দ্বীন বিরোধী এসব বক্তব্য যারা পড়বে, তারাই বুঝতে পারবে যে, এই দলগুলো মূলত ফিলিস্তিনের লড়াই থেকে ইসলামের সকল চিহ্ন মুছে ফেলতে চায় এবং মুসলিম সন্তানদের অন্তর থেকে ওয়ালা-বারা'র আকিদাহ নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়। তারা এক নির্ভেজাল জাতীয়তাবাদী প্রজন্ম গড়ে তুলতে চায়। যারা কেবল দেশ, জাতি ও দলের জন্য লড়াই করবে। এমন এক প্রজন্ম, যা সত্যিকার অর্থেই দ্বীন ইসলামে অবৈধ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য লড়াই করবে। যেসব লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের কথা এসেছে আবু মুসা আল-আশ'আরী রাদিআল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীসে: রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, "কেউ লড়াই করে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য, কেউ লড়াই করে দলের জন্য, আবার কেউ-বা লড়াই করে মানুষকে দেখানোর জন্য, এদের মধ্যে কে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করছে?" রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "যে ব্যক্তি কেবলমাত্র আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য লড়াই করে সে-ই আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধরত।" [বুখারী ও মুসলিম] ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহ উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, "রাসূল ﷺ-এর প্রদত্ত উত্তর সুসংক্ষিপ্ত ও অতি জ্ঞানগর্ভ। এটা তাঁর 'জাওয়ামিউল কালিম'-এর অংশ। তিনি যদি উল্লিখিত বিষয়গুলো আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ নয় বলে উত্তর দিতেন, তাহলে এই সম্ভবনা থেকে যেতো যে, এগুলো ছাড়া বাকি সব আল্লাহর রাস্তায়। অথচ বিষয়টি এমন নয়। তাই তিনি লড়াইয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে জবাব না দিয়ে একটি ব্যাপক শব্দ ব্যবহার করে সরাসরি প্রকৃত লড়াইকারীর অবস্থা বর্ণনা করে দিয়েছেন। ফলে শুধুমাত্র জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর থেকেও বেশি কিছু প্রকাশিত হয়েছে। [ফাতহুল বারী]

{যে ব্যক্তি কেবলমাত্র আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য লড়াই করে সে-ই আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধরত} এই উত্তরের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ কিয়ামত পর্যন্ত বিষয়টি সমাধান করে দিয়ে গেছেন। এই শর্তারোপের মাধ্যমে লড়াইয়ের বাকি সকল অবৈধ ও বাতিল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও প্রেরণাগুলোকে আল্লাহর রাস্তায় লড়াইয়ের সংজ্ঞা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং কোনো লড়াই আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ বলে বিবেচিত হতে হলে সে লড়াইয়ের উদ্দেশ্য হতে হবে কেবলমাত্র আল্লাহর শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা, আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করা এবং আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করা। জনগণ সেটা গ্রহণ করুক আর না করুক। আমরা দর্শকদের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করি না এবং আমরা জনসমর্থনের পূজারীও নই। আর না আল্লাহ আমাদেরকে এটি অর্জনের দায়িত্ব দিয়েছেন। বরং আমরা কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি চাই। তিনি যদি আমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান, তবে এরপর আমরা আর অন্য কোন কিছুর পরোয়া করি না। নিশ্চয়ই কোন লক্ষ্য বৈধ আর কোনটা অবৈধ তা নির্ধারণ করে দিবে আল্লাহর শরীয়াহ; মানুষের ত্রুটিপূর্ণ বুঝ, নিয়ত, পরিবর্তনশীল মেজাজ কিংবা কল্পিত স্বার্থ নয়।

আর এটি তো জানাই আছে যে, "সম্পূর্ণরূপে জাতীয়তাবাদী উদ্দেশ্য নিয়ে" যে যুদ্ধ হয় তা হাদীসে বর্ণিত 'যে ব্যক্তি দলের জন্য লড়াই করে' কথাটির অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ এই ব্যক্তি আপন ভূমি, সম্প্রদায় কিংবা দলের জন্য লড়াই করে। সে দলের জন্য লড়াই করে, দ্বীনের জন্য নয়। এর পাশাপাশি এটি আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত একটি সহীহ হাদীসের মর্মেরও বিরুদ্ধে যায়। যেখানে ইহুদিদের সঙ্গে যুদ্ধের বাস্তবতা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। হাদীসটিতে এসেছে, "....যে পাথরের আড়ালে কোনো ইহুদি আত্মগোপন করবে, সেই পাথর বলে উঠবে, 'হে মুসলিম! এই তো আমার পেছনে এক ইহুদি। ওকে হত্যা করো।" [বুখারী ও মুসলিম] অতএব, ইহুদিদের সঙ্গে এ যুদ্ধসহ ইসলামের সকল যুদ্ধে জাতীয়তাবাদের কোনো স্থান নেই। এ যুদ্ধ যদি জাতীয়তাবাদের জন্য হতো, তবে উমর রাদিআল্লাহু 'আনহুর যুগে সাহাবায়ে কেরামদের দিগবিজয়ী বাহিনী আরব উপদ্বীপ থেকে যুদ্ধের জন্য বাইতুল মাকদিস পর্যন্ত যেতেন না। এ যুদ্ধ যদি জাতীয়তাবাদের জন্য হতো, তবে সালাহউদ্দিন আল-আইয়ুবী যমীনের শেষ প্রান্ত থেকে বাইতুল মাকদিস পুনরুদ্ধারের জন্য ছুটে আসতেন না।

এরা ঈমানের দাবি ও চাহিদা থেকে পলায়ন করে ইহুদিদের সঙ্গে এ লড়াই থেকে ইসলামকে দূরে সরিয়ে নোংরা জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে। আর অন্যদিকে দাওলাতুল ইসলাম চেষ্টা করছে কয়েক যুগ ধরে ছড়ানো বিকৃতি ও বিভ্রান্তির কারণে নতুন প্রজন্মের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া এই জঘন্য ভুল সংশোধন করতে। নিশ্চয়ই ইহুদিদের সঙ্গে আমাদের লড়াই কেবলমাত্র আক্বিদার জন্য, ইসলামের জন্য। সর্বস্থানে খিলাফাহর সৈনিকেরা যে বিধানের উপর ভিত্তি করে লড়াই পরিচালনা করেন তা হলো কুরআন ও সুন্নাহর বিধান। অন্যদিকে কিছু মানুষ ইসলামের নাম, নিশানা ও সম্পৃক্ততা থেকেও নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখে, আর তারপর আবার স্বপ্ন দেখে যে, তাদের উপর আসমান থেকে বিজয় নাযিল হবে। কী আজব এসব মানুষ!

আমরা বরকতময় এই হামলার ব্যাপারটিতে একটু থামতে চাই। মুসলিমরা ফিলিস্তিন থেকে আমিরুল মু'মিনীন শায়খ আবুল হাসান আল-হাশেমী আল-কুরাইশী হাফিযাহুল্লাহর প্রতি বাই'আত আসার অপেক্ষায় ছিল। এবং তা এসেছে, কিন্তু একটু বিশেষভাবে। তা এসেছে ইসলামের দুই সিংহের রক্তের স্বাক্ষর নিয়ে। যারা নূরের কাফেলায় যুক্ত হয়েছে এবং নিজেদের যথার্থতা প্রমাণ করেছে, তাদের রবের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করেছে। তারা সর্বত্র অবস্থানরত মুসলিমদের হৃদয়কে করে তুলেছে আনন্দিত। আর ইহুদি, মুনাফিক ও তাদের মতোই কিছু মানুষকে করেছে ক্রোধান্বিত।

এতদিন মুরতাদরা মানুষকে এটা বিশ্বাস করানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে যে, দাওলাতুল ইসলাম ইহুদিদের সঙ্গে লড়াই করে না, ইহুদীদের সাথে লড়াই করতে চায় না। তারা দাওলাতুল ইসলামে যোগদান করতে আগ্রহী প্রত্যেককে এটা বলে বেড়ায়। অথচ তারা ভুলে যায় যে, গত এক যুগ ধরে গমস্ত সরকার, জোট, দল-উপদল এবং মিলিশিয়ারা খিলাফাহর সৈন্যদেরকে কিংবা তাদের কোনো বিচ্ছিন্ন দলকেও ফিলিস্তিনে পৌঁছাতে বাঁধা দেওয়ার কাজে অংশ নিয়েছে। এমনকি মুজাহিদিনরা যেন কোনো পয়েন্টে ইহুদিদের সংস্পর্শেও না আসে তা নিশ্চিত করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে। এটি ঘটতে না দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের স্বার্থ ইহুদিদের স্বার্থের সাথে মিলে গিয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ এমন জায়গা থেকে তাদেরকে পাকড়াও করলেন, যা তারা কল্পনাও করতে পারে নি এবং শেষপর্যন্ত তারা যার আশঙ্কা করছিল তা-ই ঘটলো। ফলে এখন যখনই তারা ফিলিস্তিনের ভেতরে কোনো আক্রমণের সংবাদ শোনে তখনই শয়তানের স্পর্শে মোহাবিষ্ট হয়ে যাওয়া ব্যক্তির মত হয়ে যায় এ ভয়ে যে, এটা আবার খিলাফাহর সৈনিকদের কোনো হামলা কিনা। ততক্ষণ পর্যন্ত তারা সেই হামলার প্রশংসা করে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিশ্চিত হয় যে, এটি তারা যেসব লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে ঘৃণা করে তা থেকে বহু দূরে অন্যান্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে পরিচালিত হয়েছে। আর তা যদি মুজাহিদিনদের কোনো অভিযান হয়, তাহলে তা হয়ে যায় "সন্দেহজনক"। আবার তার কয়েক ঘন্টা পরও একটি হামলার ঘটনা ঘটে এবং তা অন্য কারও অভিযান হয়, তাহলে তা হয়ে উঠে "বীরত্বপূর্ণ"। সুতরাং তাদেরকে তাদের রচিত মিথ্যাচারগুলোর সহিতই ছেড়ে দিন।

দাওলাতুল ইসলাম আরও আগেই এর নেতৃবৃন্দের বিভিন্ন বক্তব্যে ফিলিস্তিনের লড়াই সম্পর্কে এর অবস্থান স্পষ্ট করেছে। দাওলাহর এ অবস্থান নিম্নোক্ত প্রবন্ধ সমূহেও পাওয়া যায়, 'বাইতুল মাকদিস...শুধুমাত্র মুত্তাকীরাই এর প্রহরী' 'বাইতুল মাকদিস...সবার আগে একটি শরয়ী বিষয়' 'আল-কুদস মুক্তির পথ' এগুলোতে ফিলিস্তিনের লড়াইয়ের বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়িমুক্ত সঠিক শরয়ী মূল্যায়ন ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দাওলাতুল ইসলাম ইহুদিদেরকে হত্যা করতে এবং এজন্য ভিন্ন ভিন্ন সেল গঠন করতে সকল চেষ্টাই করেছে।মূলত ইহুদিরা এগুলো জানে এবং তারা যতটুকু প্রকাশ করে তার চেয়ে অনেক বেশি গোপন করে। আমাদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, আল্লাহ ﷻ জানেন এবং অচিরেই তোমরাও জানতে পারবে।

একইসাথে আমরা এক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই, আর তা হলো, ফিলিস্তিনের অঞ্চলটিতে যা ঘটেছে তা আমাদেরকে বিজয়ের দিন-তারিখ নির্ধারণ করার মতো বিদআতী কুসংস্কার ও অনুমানে লিপ্ত হওয়ার দিকে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। যেমনটা সম্প্রতি বিভিন্ন "গণক" ও "জ্যোতিষীদের" মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে। তারা সাধারণ মানুষকে ফিতনায় ফেলে দিয়েছে এবং নাস্তিকদের জন্য ইসলামের উপর অপবাদ দেওয়া ও এর ব্যাপারে সন্দেহ তৈরির দরজা খুলে দিয়েছে। বিজয়ের দিন-তারিখ নির্ধারণ করা যদি সঠিক হতো, তবে এ বিষয়ে রাসূল ﷺ-ই ছিলেন সবচেয়ে বেশি হকদার। কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রেও বাহ্যিক উপায়-উপকরণ অবলম্বনের ব্যাপারে আল্লাহর নীতি একই ছিল। বেঁচে থাকতে তিনি ﷺ মুখোমুখি হয়েছে বদর, উহুদ ও খন্দকের। অতঃপর তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু তবুও তাঁর থেকে এটি বর্ণিত হয় নি যে তিনি তার সাহাবীদেরকে বিজয়ের কোনো তারিখ কিংবা সময় বলে দিয়ে গেছেন।

পরিশেষে আমরা ফিলিস্তিন ও তার আশেপাশের যুবকদের আহ্বান করছি, তারা যেন জিহাদ ছেড়ে ঘরে বসে থাকার এ ধুলো ঝেড়ে ফেলে এবং বিভ্রান্তি ও উদাসীনতার বেড়াজাল থেকে বের হয়ে আসে। তারা যেন নিজেদের আক্বিদাহ ও কর্মপন্থাকে সংশোধন করে নেয় এবং জাতীয়তাবাদের দাসত্ব থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করে ইসলামের স্বাধীনতায় প্রবেশ করে। তারা যেন মনে রাখে, শুধুমাত্র যুদ্ধেই সমাধান নয়, বরং সমাধান হলো একমাত্র সেই যুদ্ধে, যা করা হয় এক আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠভাবে। যে যুদ্ধ আল্লাহর শরীয়াহ ছাড়া অন্য কোনো শাসন গ্রহণ করে না এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোনো লক্ষ্য রাখে না। আর এ যুদ্ধের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো 'ওয়ালা ও বারা', মুমিনদের সাথে মিত্রতা ও কাফেরদের সাথে শত্রুতা। এটিই সরল-সঠিক দ্বীন। আল্লাহ ﷻ বলেন: {তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। এটিই আল্লাহর সৃষ্টি করা সহজাত প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। আর আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটিই সরল-সঠিক দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জানে না।} এবং সমস্ত প্রশংসা সমগ্র বিশ্বজগতের মহামহীম রব আল্লাহর জন্য।